সার ডিলারশিপ চুক্তিপত্র

চুক্তি নং: _____ তারিখ: _____ ইং

এই চুক্তিপত্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও জেলা প্রশাসক, _____ এবং সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, _____ (অতঃপর 'প্রথম পক্ষ' নামে অভিহিত) এবং ডিলার হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান _____ (অতঃপর 'দ্বিতীয় পক্ষ' নামে অভিহিত)-এর মধ্যে _____ সালের _____ তারিখে সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষের পরিচিতি

সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও জেলা প্রশাসক, _____ জেলা এবং সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, _____ জেলা।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিচিতি

নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম: _____; স্বত্বাধিকারী/প্রোপ্রাইটর: _____;
পিতা/স্বামীর নাম : _____; জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: _____;
ব্যবসায়িক ঠিকানা : _____; মোবাইল : _____;
ডিলার ইউনিটের ঠিকানা: _____। টিআইএন নম্বর : _____;

ডিলারশিপের মৌলিক তথ্য

১. ডিলারশিপের নাম	_____
২. ডিলারের নাম/প্রতিষ্ঠান	_____
৩. ডিলারশিপ এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড)	_____
৪. উপজেলা ও জেলা	_____
৫. অনুমোদিত গুদামের ঠিকানা	_____
৬. অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা	_____
৭. চুক্তির মেয়াদ	_____
৮. জামানতের পরিমাণ	_____
৯. ব্যাংক/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের বিবরণ	_____

যেহেতু, সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬-সহ পরবর্তী সংশোধন/পরিমার্জন, প্রযোজ্য আইন, বিধি, সরকারি আদেশ, পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিট এলাকায় সরকারি সার সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি দাখিল করে ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাঁকে ডিলার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষ সার উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ, মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণসহ সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল শর্ত, বিধি ও নির্দেশনা পালন করার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন;

অতএব, উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত শর্তাবলিতে এই চুক্তি সম্পাদন করিলাম।

চুক্তির শর্তাবলি

১. চুক্তির ভিত্তি: এই চুক্তি "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬", প্রযোজ্য আইন, বিধি, সরকারি আদেশ, পরিপত্র, নির্দেশনা, ডিলার নিয়োগের অনুমোদনপত্র এবং এই চুক্তির শর্তাবলির সমন্বয়ে পরিচালিত হবে। উক্ত নীতিমালা বা প্রযোজ্য সরকারি বিধান পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন এই চুক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে।

২. মেয়াদ: এই চুক্তি _____ ইং তারিখ হতে _____ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। চুক্তির মেয়াদ শেষে ডিলারের কার্যক্রম, পারফরম্যান্স এবং প্রযোজ্য নীতিমালার শর্ত বিবেচনায় পুনঃনবায়ন করা যেতে পারে। নবায়ন স্বয়ংক্রিয় অধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. নবায়ন ফি: ডিলারশিপ চুক্তি নবায়নের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদান করবেন। বিলম্বে আবেদন করা হলে প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত বিলম্ব ফি ও সময়সীমা অনুসরণ করতে হবে।

৪. জামানত ও চুক্তি সম্পাদন: দ্বিতীয় পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত পরিমাণ জামানত প্রথম পক্ষের অনুকূলে তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দেবেন। জামানত গ্রহণের পর নির্ধারিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র ও প্রযোজ্য অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর ও দাখিল করতে হবে।

৫. সারের মূল্য সম্পর্কে অবহিতকরণ: দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কার্যকর সরকার নির্ধারিত সারের মূল্যহার সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত/পরিবর্তিত মূল্যহার অনুসরণ করতে সম্মত থাকবেন।

৬. সারের মূল্য পরিবর্তন: সরকার কর্তৃক সারের মূল্য পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশ/নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তিত মূল্য কার্যকর হবে।

৭. বরাদ্দ: সারের প্রাপ্যতা, সরকারি সিদ্ধান্ত, চাহিদা, কৃষি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং প্রযোজ্য নীতিমালা সাপেক্ষে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে বরাদ্দপত্র জারি করবেন। বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে।

৮. বরাদ্দপত্র: বরাদ্দপত্রে সারের ধরন, পরিমাণ, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উত্তোলনের স্থান ও সময়সীমা, মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ থাকবে। বরাদ্দপত্র এই চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৯. মূল্য পরিশোধ: বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দকৃত সারের পূর্ণ মূল্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার বা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন পদ্ধতিতে পরিশোধ করবেন।

১০. মূল্য সমন্বয়: দ্বিতীয় পক্ষের জমাকৃত অর্থ প্রকৃত হিসাবকৃত মূল্যের চেয়ে কম হলে সার উত্তোলনের পূর্বে ঘাটতি অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অধিক হলে প্রযোজ্য হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ ফেরত/সমন্বয় করা হবে।

১১. সার উত্তোলন: দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার নির্ধারিত সরবরাহকারী/প্রতিষ্ঠান থেকে বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করতে বাধ্য থাকবেন। সরবরাহকারীর উৎপাদন/সরবরাহ ব্যাহত হওয়া, দৈব দুর্বিপাক, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, পরিবহন প্রতিবন্ধকতা বা প্রথম পক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোনো কারণে সরবরাহ সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা বাস্তব পরিস্থিতি ও নীতিমালা অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

১২. উত্তোলনে বিলম্ব: বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সরবরাহ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ সার উত্তোলন না করলে বরাদ্দ বাতিল এবং জমাকৃত জামানতের অর্থের ওপর নীতিমালায় নির্ধারিত কর্তন/বাজেয়াপ্ত প্রযোজ্য হবে। নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত পরিস্থিতিতে প্রথম পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ বহাল রাখতে পারবেন।

১৩. সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়: দ্বিতীয় পক্ষ উত্তোলিত সার কেবল সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষক/অনুমোদিত ক্রেতা/ খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করবেন। সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত কোনো মূল্য, অননুমোদিত চার্জ বা সুবিধা আদায় করা যাবে না।

১৪. বিক্রয় ও বিতরণে নির্দেশনা: সার বিক্রয়, বিতরণ, কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ, রসিদ প্রদান, মূল্য প্রদর্শন, ডিজিটাল/ম্যানুয়াল রেকর্ড এবং অন্যান্য বিষয়ে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সময় সময় যে নির্দেশনা প্রদান করবে, দ্বিতীয় পক্ষ তা পালন করবেন।

১৫. মজুদ ও গুদাম: দ্বিতীয় পক্ষ ঘোষিত ও অনুমোদিত গুদামে সার নিরাপদ, শুষ্ক ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবেন। অনুমোদিত গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না।

১৬. মিলগেট/পথিমধ্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ: কারখানা/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, ডিএপি বা সরকারি ব্যবস্থার আওতাধীন অন্যান্য সার উত্তোলনের পর দ্বিতীয় পক্ষ তা প্রথমে অনুমোদিত নিজস্ব গুদামে পৌঁছাবেন এবং গুদামে মজুদ করার পর বিক্রয় করবেন। মিলগেট, সরবরাহকেন্দ্র বা পথিমধ্যে সার বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না।

১৭. অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট: সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অবৈধ মজুদ, কালোবাজারি, অননুমোদিত পুনর্বিক্রয়, মজুদ গোপন বা কোনো উপায়ে বাজারে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ এই কাজে লিপ্ত হলে তার ডিলারশিপ বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮. হিসাব ও রেকর্ড: দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দ, উত্তোলন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয়, অবশিষ্ট স্টক ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব নির্ধারিত রেজিস্টার/ডিজিটাল ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করবেন এবং কর্তৃপক্ষ চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করবেন।

১৯. পরিদর্শন ও যাচাই: প্রথম পক্ষ বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কমিটি দ্বিতীয় পক্ষের গুদাম, দোকান/অফিস, মজুদ, হিসাবপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথি সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই করতে পারবেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

২০. তথ্যের সত্যতা: ডিলার নিয়োগের জন্য দাখিলকৃত আবেদন, ঘোষণা, কাগজপত্র, গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য সত্য ও সঠিক—এই মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। কোনো তথ্য ভুল, অসত্য বা জাল প্রমাণিত হলে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ডিলারশিপ বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্তসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২১. পারফরম্যান্স ও সার উত্তোলন: একই অর্থবছরে পরপর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে মোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত সার উত্তোলনে ব্যর্থ হলে, প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের ডিলারশিপ বাতিল এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২২. চুক্তিভঙ্গ ও বাতিল: দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, এই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, প্রযোজ্য আইন/নীতিমালা/সরকারি নির্দেশনা অমান্য, অবৈধ মজুদ বা বিক্রয়, অতিরিক্ত মূল্য আদায়, মিথ্যা তথ্য প্রদান বা অন্যান্য গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ডিলারশিপ বাতিল, জামানত বাজেয়াপ্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৩. কারণ দর্শানো ও ব্যতিক্রম: যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা তাৎক্ষণিক ডিলারশিপ বাতিলের জন্য পৃথক পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি, সেসব ক্ষেত্রে ডিলারশিপ বাতিল/জামানত বাজেয়াপ্তের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষকে অভিযোগ/কারণ জানিয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রয়োজন নেই বলে বিধান রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সেই বিধান প্রযোজ্য হবে।

২৪. একাধিক ডিলারশিপ: প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যগণ একটির বেশি ডিলারশিপ পাওয়ার যোগ্য হবেন না বা দ্বিতীয় পক্ষ একই সময়ে একাধিক ডিলারশিপ ধারণ করতে পারবেন না। অনিয়ম প্রমাণিত হলে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিলারশিপ বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

২৫. হস্তান্তর ও মালিকানা পরিবর্তন: জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া ডিলারশিপ, ব্যবসা, মালিকানা বা ডিলারশিপ-সংক্রান্ত অধিকার অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

২৬. মৃত্যু বা অক্ষমতা: ডিলারের মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে যোগ্য একজন সদস্য সাময়িকভাবে ডিলারশিপ পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। অনুমোদন ছাড়া কোনো উত্তরাধিকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলার হিসেবে গণ্য হবেন না।

২৭. ডিলারশিপ সমর্পণ: আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো বৈধ কারণে ডিলারশিপ সমর্পণ করতে চাইলে দ্বিতীয় পক্ষ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদন করবেন। প্রযোজ্য সরকারি পাওনা/দায়-দেনা সমন্বয় করে নীতিমালা অনুযায়ী জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

২৮. নোটিশের মাধ্যমে অবসান: চুক্তির মেয়াদকালে, প্রযোজ্য নীতিমালা ও সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যে কোনো পক্ষ অপর পক্ষকে তিন মাসের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করে চুক্তির অবসান ঘটাতে পারবে। তবে চুক্তিভঙ্গ বা নীতিমালায় তাৎক্ষণিক বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে।

২৯. নীতিমালা পরিবর্তন ও সরকারি ক্ষমতা: সার বিতরণ বা ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন, সংশোধন, পুনর্গঠন বা জনস্বার্থে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে যেকোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল/পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হলে সরকার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৩০. জামানত ফেরত: ডিলারশিপ বৈধভাবে সমাপ্ত, সমর্পণ বা অবসান হলে এবং দ্বিতীয় পক্ষের কোনো সরকারি পাওনা, দায় বা বাজেয়াপ্তযোগ্য অর্থ না থাকলে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

৩১. বিরোধ নিষ্পত্তি: এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য সরকারি আপিল/প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কোনো পক্ষের আইনগত প্রতিকার গ্রহণের অধিকার প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত থাকবে।

৩২. প্রযোজ্য আইন: এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রযোজ্য বিধি, সার-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, সর্বশেষ কার্যকর সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা এবং সরকারি আদেশ/নির্দেশনার অধীন হবে।

৩৩. চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ: ডিলার নিয়োগের অনুমোদনপত্র, বরাদ্দপত্র, প্রযোজ্য অঙ্গীকারনামা এবং এই চুক্তির তফসিলসমূহ, যতটুকু প্রযোজ্য, এই চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৩৪. চুক্তির সংশোধন: এই চুক্তির কোনো ধারা সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন কেবল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন এবং প্রযোজ্য নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা যাবে।

৩৫. নোটিশ ও যোগাযোগ: এই চুক্তির অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ/যোগাযোগ দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলকৃত ঠিকানা বা সরকার অনুমোদিত যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। ঠিকানা বা যোগাযোগের তথ্য পরিবর্তিত হলে দ্বিতীয় পক্ষ লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

উপরোক্ত শর্তাবলি উভয় পক্ষ পাঠ করে/পাঠ করিয়ে শুনে, বিষয়বস্তু বুঝে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে কোনো প্রকার জবরদস্তি, প্ররোচনা বা অযাচিত প্রভাব ব্যতিরেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

প্রথম পক্ষের পক্ষে

স্বাক্ষর: _____
সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি
ও
জেলা প্রশাসক, _____ জেলা
সিল: _____

স্বাক্ষর: _____
সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি
ও
উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, _____ জেলা
সিল: _____

দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে

স্বাক্ষর: _____
নাম/প্রতিষ্ঠান: _____
স্বত্বাধিকারী/প্রোপ্রাইটর: _____
সিল (যদি প্রযোজ্য): _____

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১ম পক্ষঃ

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	_____	_____
২	_____	_____

২য় পক্ষঃ

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	_____	_____
২	_____	_____